টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
= বিয়ের =
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ— ৩০শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৭৭ ইং 16th Sept 1970 | ১৮-শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বন্যাক্লিষ্ট জনসাধারণের পাশে দাঁড়ান
মুক্তহস্তে তাদের সাহায্য করুন।

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44

শাশুড়ী ননদ স্বামীতে
বৌকে করে নির্য্যাতন।
এ সুখ্যাতি বঙ্গদেশে
হ'য়ে গেছে চিরন্তন।
—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে ভাদ্র বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

॥ কারে দিব দোষ ? ॥

বিগত কয়েক দিনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিধ্বংসী বন্যা প্রচণ্ড বিক্রমে যখন তত্রত্য ধনজন গ্রাস করিয়া চলিয়াছে, যখন লক্ষ লক্ষ বন্যাক্লিষ্ট অসহায় মানুষ বহির্জগতের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া দিন যাপনের গ্লানি অনুভব করিতেছিলেন আর আপন আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া ত্রাণসামগ্রীর জন্য তীর্থের কাকের ন্যায় অপেক্ষা করিয়া লাভ করিতেছিলেন শুধু হতাশা, তখন কেন্দ্র কী করিতেছিলেন ? যতটুকু জানা যায়, রাজন্যভাতা বিলোপ বিলের কচকচি লইয়া মাতামাতি করা ছাড়া তেমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ কেন্দ্রের হাতে সে সময় ছিল না। কোন কোন 'কৃষ্ণবিষ্ণু' বিদেশ পাড়ি দিতেছেন; পৃথিবীর মঙ্গলামঙ্গলের জন্য চিন্তার রাশি মাথায়। রাজ্য ত রাষ্ট্রের তুলনায় অত্যন্ত সীমিত একটি স্থান, উভয়ের সংজ্ঞাও ভিন্ন। দুর্ভাগ্য পশ্চিমবঙ্গের। ইহার প্রতি দিল্লীর বৈরাগ্য সুপ্রাচীন কাল হইতে একটি ঐতিহ্য হিসাবে চলিয়া আসিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ 'যায় ডুবে যাক না,' তাহাতে তেমন কিছু যায় আসে না। এই রাজ্যে বেকারের সংখ্যা 'আলোকবর্ষ'-এ উপনীত হোক; উদ্বাস্তু সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান নাই বা হইল; রাজ্যের অর্থনীতির ডামাডোলপ্রাপ্তি ঘটুক; কর্মে বাংলার প্রার্থীকে নাকচ করা হউক; চা আর পাট শিল্পের বাবত আর্থিক লভ্যাংশ হইতে কেন্দ্র যেন বঞ্চিত না হয়। কেন্দ্রের পাওনা অব্যাহত থাকা চাই, অবশ্য কলিকাতার সমস্যা মিটাইতে কেন্দ্র অত টাকা কোথায় বা পাইবেন ? তাসের ব্রীজ খেলায় 'নন্ ইন্টারেষ্টেড লীড' থাকে পশ্চিমবঙ্গও কি কেন্দ্রের নিকট 'নন্ ইন্টারেষ্টেড্' রাজ্য হইতে চলিয়াছে ?

সাম্প্রতিক অতিবর্ষণে মেদিনীপুর, ২৪-পরগণা, কলিকাতা, হাওড়া, নদীয়া, হুগলী জেলাসমূহে এবং মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের স্থানে স্থানে ব্যাপক বন্যায় কতজন কেন্দ্রীয় সাক্ষীগোপালের টনক নড়িয়াছে ? 'ভীপ'-রা (VIP) মুখের কথা খসাইলে কি ক্ষতি ছিল ? অথচ সময় বিশেষে ইঁহাদের কতজন যে রাজনীতির আসরে বাজি মাৎ করিতে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের সহিত কত হৃদ্যতাপূর্ণ মেলামেশা ও আকর্ণবিস্তৃত হাসিতে তাঁহাদিগকে ধন্য করেন ! আজ সেই সব মানুষের দুর্গতির দিনে—একমুষ্টি খাবার ও একখানি পরিধেয়ের 'সোচ্চার প্রয়োজনে'-র সময় অজস্র মিনতি সত্ত্বেও কী সাড়া পাওয়া গিয়াছে ? ত্রাণকার্য ত্বরান্বিত হয় নাই বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ত্রাণসামগ্রীও অপ্রচুর। নেহাৎ দায়সারা গোছের বাস্তব কাজ হইয়াছে বলা যায়।

আলোচ্য বন্যা সকল রকমে অপ্রস্তুত অবস্থায় মানুষকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। রাজ্য সরকারের পক্ষে সাহায্য গিয়াছে বৈকি ! তবে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের পারস্পরিক খেয়োখেয়ি এই ব্যাপারে অনেক ক্ষতি করিয়াছে। এইরূপ পরস্পরবিরোধী মনোভাব সামগ্রিক দুর্দিনে থাকাটা অমানবীয়। মানুষের অসহায় অবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া ব্যক্তিগত বিরোধকে কাজে লাগান একটা পৈশাচিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা আশা করি, পশ্চিমবঙ্গে তাহা হয় নাই।

বন্যার পর বেশ কয়েকটি দিন চলিয়া গিয়াছে। তাই এখন কেন্দ্রের কোন কোন আধামন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে বন্যাক্লিষ্ট অঞ্চলের উপর দিয়া বিমানভ্রমণ করিলেন, আর ঝুরি ঝুরি প্রতিশ্রুতি দিলেন। ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য একটি কমিটি আসিবেন—জানাইয়া আমাদের ধন্য করিলেন। এ ছাড়া, রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জনপ্রিয় নেতাদের ভূমিকা কী ? তাঁহাদের কেহ বা কটকে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী কথা শুনাইতেছেন, কেহ মাদ্রাজে রাজ্যগুলির অধিকতর স্বায়ত্তশাসনের দাবী করিতেছেন। শুনিয়াছি, আপৎকালে শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ ভুলিয়া সকলেই সে পরিস্থিতির মোকাবিলায় নামে। অন্ততঃ মনুষ্যত্বের অভিধানে এই কথাই বলে। এই রাজ্যে তাহা হয় নাই। যদি দলমতনির্বিশেষে একটি যুক্ত সেবাদল গঠিত হইত, আমরা আনন্দিত হইতাম। এই সব শ্রদ্ধেয় নেতারা মানুষের দুঃখদুর্দশার উল্লেখ করিয়া থিয়োরিটিক্যাল সহানুভূতি ও কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জ্জন করেন। আজিকার দুর্গত মানুষ এই সব চালবাজী আর ন্যাকামির উত্তর দিলে এবং কেন্দ্রীয় গড়িমসির বিরুদ্ধে সোচ্চার হইলে দোষ দেওয়া যায় কি ?

শুভ প্রচেষ্টা

কিছুদিন হইতে রঘুনাথগঞ্জ পাঠশালা ভবনে মাধ্যমিক শ্রেণীর গরীব ছাত্রদের জন্য একটি অবৈতনিক কোচিং ক্লাশ খোলা হইয়াছে। এই প্রচেষ্টাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। এইরূপ প্রচেষ্টা শহরে এই প্রথম। তবে এত বড় একটা কাজে মাত্র কয়েকজনের পরিশ্রমে কিছু হইবে না। ইহার জন্য অভিভাবকদেরও সহযোগিতার প্রয়োজন। যাঁহাদের তত্ত্বাবধানে ও ঐকান্তিক আগ্রহে ইহা শিশুরূপ পাইয়াছে, তাঁহাদের প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা রহিল। খবর পাওয়া গেল, ছাত্রদের উপস্থিতি সন্তোষজনক নয়। ছাত্রেরা যাহাতে উপযুক্ত সংখ্যায় আসে তাহার ব্যবস্থা উদ্যোক্তারা এবং অভিভাবকেরা করিবেন—এই অনুরোধ জানাইতেছি।

একটি চিত্র

এই শহরের রেশন-দোকানগুলিতে বিগত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ চিনি পাওয়া যাইতেছে না। কর্ত্তৃপক্ষ চিনি বরাদ্দ দেন নাই—এই কথাই রেশন ডীলারগণ বলেন। অবশ্য হোলসেলারদের কাছে যাওয়ার সাধ্য আমাদের নাই। খাদ্য দপ্তরের মহকুমা প্রধানের নিকট হাজির হওয়ার মত 'লোকাস ষ্ট্যাণ্ডাই' আমাদের নাই। চিনির বরাদ্দ যদি নাই থাকে, সেটা নোটিশ আকারে রেশন-দোকানসমূহে লটকাইয়া দিতে দোষ কি? স্থানীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন পাওয়ার স্পর্দ্ধা আমরা করি না। আর আর সাধারণলোকের মত এইটুকু জানি যে, যখন খবরের কাগজে দেখিলাম, চিনির পরিমাণ মাথাপিছু দফায় দফায় বাড়িল, আমরা তখন চিনি-বঞ্চিত। কোন্ চিন্তামণি যে আড়ালে কলকাঠি নাড়িতেছেন, বলা কঠিন। অথচ খোলাবাজারে প্রচুর চিনি দুই টাকা কিলো হইতে দুই টাকা দশ পয়সা কিলো হইয়াছে। তাহা হইলে কি এই ব্যাপারে 'ইঁদুরের আঘ্রাণ' পাইবার অবকাশ আছে? আর একটা কথা। শহরের নেতৃবৃন্দ কি চোখ বুঁজিয়া আছেন? তাঁহারাই বা উপর মহলে আলোড়ন তোলেন না কেন? নাকি বিধানসভার কিংবা পৌরসভার নির্বাচনের প্রাক্কালে জনসাধারণের সহিত একাত্ম হওয়াই তাঁহাদের একমাত্র কাজ? ব্যবসায়িক মানবহিতৈষণার মুখোশ বেশীদিন থাকে না।

প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা-১৯৭০

আগামী ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে নভেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা নিম্নের কার্য্যসূচী অনুযায়ী গৃহীত হইবে।

১৭ই নভেম্বর মঙ্গলবার সকাল ১০-৩০ মিনিট হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত মাতৃভাষা এবং বৈকাল ২টা হইতে ৩-৩০ মিনিট পর্য্যন্ত ভূগোল ও প্রকৃতি বিজ্ঞান।

১৮ই নভেম্বর বুধবার সকাল ১০-৩০ মিনিট হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত গণিত এবং বৈকাল ২টা হইতে ৩-৩০ মিনিট পর্য্যন্ত ইতিহাস।

১৯শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ১০-৩০ মিনিট হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত ইংরাজী।

জনগণনা—১৯৭১

জনগণনা একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রকল্প। সুদক্ষ প্রশাসকের ক্ষেত্রে ইহা অপরিহার্য্য। ইহা ছাড়া ব্যবসা ও শিল্পের প্রসার, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা ও নির্বাচন পরিচালনা ইত্যাদি ব্যাপারে জনগণনা খুবই প্রয়োজনে লাগে।

(২) গণনার কাজ বিভিন্ন পর্য্যায়ে করা হবে। প্রথম পর্য্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। এই পর্য্যায়ে গণনাকারী প্রত্যেক পরিবারের বাড়ী ও প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে ১টী নম্বর দিবেন। গৃহতালিকা ও প্রতিষ্ঠান তালিকা তৈরী করার জন্য গণনাকারী আপনার ঘরবাড়ী, বাড়ীতে কোন শিল্প আছে কিনা, আপনারা কয়জন আছেন এই রকম কিছু খবর নেবেন। তাকে ঠিক ঠিক উত্তর দিতে দ্বিধা বোধ করবেন না, কারণ সংগৃহীত সকল তথ্যই গোপনীয়। আপনাদের দেওয়া এই সব তথ্যের ভিত্তিতেই রচিত হবে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা।

(৩) গণনাকারীকে বাড়ীতে নম্বর দিতে সাহায্য করবেন ও তার সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবেন। এটা আমাদের জাতীয় কর্তব্য।

(৪) ১ম পর্য্যায়ের কাজ অক্টোবর (১৯৭০) মাসের মধ্যে শেষ হবে। দেখবেন যেন আপনার বাড়ী গণনা থেকে বাদ না যায়। আপনার বাড়ীতে অক্টোবর মাসের শেষদিন পর্য্যন্ত গণনার জন্য কেউ না গেলে নিকটবর্ত্তী বি. ডি. ও. অফিসে বা মহকুমা-শাসকের অফিসে অবশ্য খবর দেবেন।

স্বাঃ সুজিৎ শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়,
অতিরিক্ত জেলা শাসক, মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য বি—২৯/৭০

নোটিশ

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

২২নং/১৯৭০ স্বত্ব

বাদী—মণীন্দ্রনাথ সরকার পিতা মৃত রসিকলাল সরকার সাং চন্দ্রদীঘি

বিবাদী—১। জিতেন্দ্রনাথ দত্ত দিং, ২। অজিত-কুমার মুখোপাধ্যায়, ৩। নলিনীকুমার সরকার দিং

দিন ২৮।৯।৭০

সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান যাইতেছে যে সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত সাহাপুর মৌজার C/S খতিয়ান ৬ R/S খতিয়ান ৫৪৫নং খতিয়ানভুক্ত জমির বাবদ উক্ত বাদী মণীন্দ্রনাথ সরকার বাদিত্বে উক্ত রেকর্ড সংশোধন বাবত জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালতে ২২নং/৭০ স্বত্ব মোকর্দ্দমা দায়ের করা হইয়াছে। উক্ত খতিয়ানভুক্ত ৩৭৮/৬৭৭ ও ৩৭৮/৬৭৯ দাগ জনসাধারণের ডহর ও দেবস্থান বলিয়া লিপিবদ্ধ হওয়ায় উক্ত স্বত্ব থাকা স্বীকারেই দাবী করা হইয়াছে। তথাপি সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বপ্রকার আপত্তি খণ্ডন জন্য জনসাধারণকে এই নোটিশ দিয়া জানান হইতেছে যে তাঁহারা যে কেহ এই মোকর্দ্দমায় কোন বক্তব্য থাকিলে পক্ষভুক্ত হইয়া বক্তব্য স্থাপন করিতে পারেন। ইতি ৫।৮।৭০ অদ্য সন ১৯৭০ সালের ৮/৯ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

By Order
Sd/- S. K. Sarkar, Sheristadar,
2nd Munsif's Court, Jangipur

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, এ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আর. পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য **আর. পি. ওয়াচ কোং** র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ডেণ্টাল ক্লিনিক

ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেণ্টাল সার্জ্জেন

পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪·০০ চারি টাকা, শহরে ৩·০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১·৫০ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৮০·০০ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৫·০০ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ২৫·০০ টাকা। চারি টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

বহরমপুরে পুলিশ নিহত
শহরে কারফিউ

গত ৯ই সেপ্টেম্বর গভীর রাত্রিতে বহরমপুর সৈদাবাদ কাঠমাপাড়া গলিতে একজন পুলিশ খুন ও অপরজন গুরুতর আহত হন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, দু'জন কর্ত্তব্যরত সশস্ত্র পুলিশ কাঠমাপাড়া গলির এক মন্দিরের কাছে কয়েকজন ব্যক্তি দ্বারা আক্রান্ত হন। তার ফলে অশোক বিশ্বাস নামে (২৪) এক পুলিশ কনেষ্টবল ঘটনাস্থলে মারা যান। অপর জনকে আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে পাঠান হয়। অশোক বিশ্বাস ও অপর পুলিশ কনেষ্টবলের রাইফেল দু'টি কার্তুজ-সহ অপহৃত হয়েছে বলে প্রকাশ। পুলিশ কর্তৃপক্ষ এই ঘটনাটিকে নকশালপন্থীদের কর্ম বলে সন্দেহ করেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে ৩২ জনকে গ্রেপ্তার করেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ১০ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ১০-৩০ হ'তে পরদিন ভোর ৫টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়। ঐদিন রাত্রিতে রাজ্য সরকার নিহত পুলিশ কনেষ্টবলের পরিবারের জন্য পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য ঘোষণা করেন।

শরতের গ্রাম
(সু—মো—দে)

আহা কি মাধুরী ভরা
শরতের গ্রাম,
সবুজাভ চারিধার
নয়নাভিরাম।
নীলাকাশে সাদা—মেঘ
প্রকাশে হৃদয়াবেগ,
সবুজ ক্ষেতের আলে
শালফুল রাশি,
হাতছানি দিয়ে ডাকে
মৃদু—মৃদু হাসি।
সিউলী দোপাটি ফুল
রূপে—রসে তুল্ তুল্
আলিপনা আঁকা—বেদী
আঁখি—বিমোহন,
নহবৎ মধু—সুরে
জানায় বোধন।

ন যযৌ ন তস্থৌ

আমরা ইতিপূর্ব্বে আমাদের সংবাদপত্রে অনাবৃত মিষ্টান্ন ও তেলে ভাজা খাবার সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়াছিলাম। কিন্তু বিভাগীয় কর্ত্তারা উক্ত বিষয়ে কর্ণপাত করেন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ প্রত্যহ বাজারে ঘুরিয়া বেড়ান ও মাছ তরিতরকারী ক্রয়ের জন্য প্রত্যহ একাধিকবার ঐ সব দোকানের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করেন। অনাবৃত মিষ্টান্ন ও তেলে ভাজা তাঁহাদের দৃষ্টি-গোচর হয় কিনা তাহা তাঁহারাই বলিবেন। ইহা যেন 'Careful Carelessness' ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞা।

এখন জঙ্গিপুর মহকুমার দিকে দিকে কলেরা দেখা দিয়াছে। সহজেই সংক্রামক রোগের বীজাণু অনাবৃত খাদ্যদ্রব্যে মিশিয়া যাইবে। তখন ঢোল সহরত দূরের কথা জগঝম্প বাজনা বাজাইয়াও সংক্রামক রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা যাবে না। সাধু সাবধান!

রঘুনাথগঞ্জ সার্ব্বজনীন পূজার

আয় ব্যয়ের হিসাব—১৩৭৬

রঘুনাথগঞ্জ সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব কার্য্যকরী সমিতির অভিপ্রায় অনুযায়ী আমি ১৩৭৬ সালের হিসাব পরীক্ষা করিলাম। হিসাব অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখা হইয়াছে, তাহাতে কোন ভুল আমি দেখিতে পাই নাই। পূর্ব্ব বৎসরের জের জমা ৬৮৬ টাকা সহ বর্ত্তমান বৎসরের চাঁদা আদায় দরুণ ৯০২·৫০ ধরিয়া মোট ৯০৯·৩৬ টাকা জমা দেখা যায় তন্মধ্যে বিভিন্ন দফায় মায় লক্ষ্মী পূজার খরচ সহ ৯৮৭·৯০ হইয়াছে। দেখা যায় সে মতে ৭৮·৫৪ টাকা ঘাটতি পড়িতেছে। হিঃ পরীক্ষক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রভূষণ গুপ্ত

ব্যয়—প্রতিমা ১৮৫-০০, আলোকসজ্জা ৮২-০০, বাজনা ১০১ ০০, আমোদ প্রমোদ ৪৫-৬০, নরনারায়ণ সেবা ১০০-৬০, পূজা ২৯৫-৪৪, মণ্ডপ ৪২-১৪, নিরঞ্জন ৪৩-২৭, লক্ষ্মীপূজা ৬৪-০৫, বিবিধ ২৫-৮০, সর্ব্ব মোট ৯৮৭-৯০, জমা ৯০৯-৩৬, ঘাটতি ৭৮-৫৪।

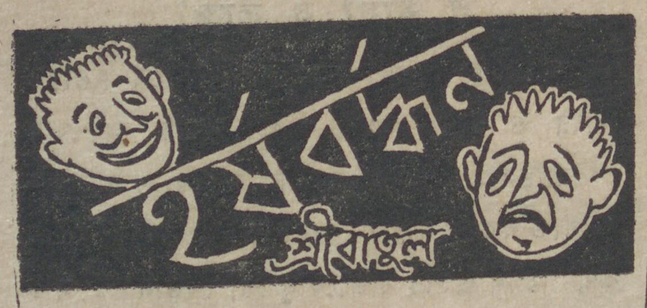

'দেশে বান, বোমা, বিক্ষোভ, পুলিশের গুলী, মৃত্যু—তবুও আপনার হর্ষবর্দ্ধন অব্যাহত ?'—প্রশ্ন।

—হবে না কেন ? জাহান্নমে এসে গেছি যে !

* * *

মৎপুত্র হাবা সংবাদপত্রের হেডলাইন পড়ে স্বগতোক্তি করছে—'কৃষ্ণনগর ও বর্ধমানে কারফু—এত জোর ফুঁ কে দিলে ?'

মনে হল বলি—'ওটা সরকার-ফুঁ।'

* * *

বোমা হাতে নিয়ে যদি আপনাকে কেউ বলে 'মাবো' ?

—উল্টেপাল্টে যেমনভাবেই এবং যে প্রভুই দিন ; বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করবেই।

* * *

'পূজা আসছে ; কেনাকাটার এই তো সময়'—বিজ্ঞাপন।

আর এ সময় পকেটই বা কেন আকাটা থাকবে বলুন ?

* * *

সূতী কাপড়কে বলছেন 'তন্তুজ,' পশমী কি ?

—জন্তুজ। করলে মন্দ হয় না 'জন্তুজ বিপণি'।

আবেদন

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার আহ্বায়ক অঞ্জলি সিংহ জেলার প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি আবেদন জানিয়ে এক বিবৃতি দিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে মুর্শিদাবাদ জেলাসহ বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রবল বন্যার জন্য ১১ই ও ১২ই সেপ্টেম্বর মহাকরণের সামনে অবস্থান ও অনশন আন্দোলন স্থগিত রাখা হয়েছে।

ইজারদারের জুলুম

সাগরদীঘি থানার ৯নং ইউনিয়নে আথুয়া গ্রামের গাম্ভীরা কাঁদর ঘাটের ইজারদার বেলুইপাড়া নিবাসী জনাব আমীর মোল্লা। উক্ত ইজারদার খেয়ালখুসীমত মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের নির্দ্ধারিত পারানি অপেক্ষা উচ্চ হারে পারানি আদায় করিতেছেন বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। মানুষ পারের জন্য প্রত্যেকের নিকট ১০ পয়সা হারে আদায় করিতেছেন। পার ঘাটে নৌকা রাখার চুক্তি থাকা স্বত্বেও নৌকা রাখা হয় নাই। তাল-গাছের ডোঙায় পারাপার চলিতেছে। বিগত ১৯৬৫ সালের ২০শে অক্টোবর তারিখের "জঙ্গিপুর সংবাদে" উক্ত ঘাটে শবদেহ পারের জন্য ৫ পাঁচ টাকা আদায় করার অভিযোগ ছাপান হইয়াছিল। রামপুরহাট মহকুমার চাঁদপাড়া গ্রামের শ্রীগৌরগোপাল দাস মহাশয় অভিযোগ করিয়াছিলেন। শুনা যাইতেছে ইজারদার একজন দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির লোক। লোকে ভয়ে দাবীকৃত পয়সা দিতে বাধ্য হয়। উপরোক্ত বিষয়ে প্রতিকারের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের ও জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিতে যোগদান

গত ২৩শে আগষ্ট নিমতিতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিতে যোগদানের জন্য সমসেরগঞ্জ প্রাথমিক শিক্ষকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় এস-বি-পি-এস-এস এর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির অন্যতম সদস্যা নারায়ণী সান্যাল উপস্থিত ছিলেন।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।